দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ .. 11 FEB 2007 ..
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

শিক্ষক অবসর সুবিধা বোর্ড ও কল্যাণ ট্রাস্টে অনিয়ম

মোশতাক আহমেদ

বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের অবসর সুবিধা বোর্ড এবং কল্যাণ ট্রাস্ট নিয়ে নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। শুধু অনিয়ম দুর্নীতি নয় শিক্ষকরা তাদের প্রাপ্য টাকা উঠাতে নানা হয়রানির শিকার হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। সদ্য বিদায়ী জোট আমলে নিয়োগকৃত বিএনপি-জামায়াতপন্থী দুই সমালোচিত শিক্ষকনেতা সদস্য সচিব হিসেবে এখনও এ দু'প্রতিষ্ঠানের কাণ্ডারি সেজে অনিয়ম করে যাচ্ছেন। এর মধ্যে একজন ওরিয়েন্টাল ব্যাংক কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িত রয়েছে বলে জানা গেছে।

বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন থেকে শুরু করে সাধারণ শিক্ষকরা অবিলম্বে এই দু'ব্যক্তিকে সরিয়ে দল নিরপেক্ষ ব্যক্তিকে নিয়োগ দেয়ার জন্য নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। একই সঙ্গে এসব অনিয়ম দুর্নীতি খতিয়ে দেখতে পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানান। শিক্ষকরা অবসরভাতাকে পূর্ণাঙ্গ পেনশন প্রথায় রূপান্তর করার দাবি জানান। জানা গেছে, শিক্ষকদের তীব্র বিরোধিতার মুখে গত বছরের মে মাসে বিদায়ী জোট সরকারের শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুকের আস্থাভাজন বলে সমালোচিত শিক্ষক নেতা সেলিম ভূইয়াকে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ডের সদস্য সচিব করা হয়। তখন বিএনপি-জামায়াত সমর্থিত শিক্ষকরা পর্যন্ত বলেছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্যই সেলিম ভূইয়াকে সদস্য সচিব বানিয়েছেন। আওয়ামী সমর্থক শিক্ষকদের সঙ্গে বিএনপি-জামায়াত সমর্থক শিক্ষক-কর্মচারীদের বড় মোর্চা শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের একাংশও সেলিম ভূইয়াকে সদস্য সচিবের পদ থেকে বাদ দেয়াসহ শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুকের অপসারণ দাবি করেছিল। কিন্তু জোট সরকার তাতে কর্ণপাত করেনি। বরং অবসর সুবিধা বোর্ডের সঙ্গে কল্যাণ ট্রাস্টেরও সদস্য সচিব করা হয় দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত চৌধুরী মুগিস উদ্দিন মাহমুদকে। বর্তমান নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলেও বিএনপি-জামায়াতপন্থী এই দু' নেতা অবসর সুবিধা বোর্ড ও কল্যাণ ট্রাস্ট পরিচালনা করছেন। অভিযোগ পাওয়া গেছে, সেলিম ভূইয়া বোর্ডের কর্মচারী নিয়োগ থেকে শুরু করে বোর্ডের অর্থ এফডিআর করার ক্ষেত্রে ব্যাপক দুর্নীতির আশ্রয় নেন। বোর্ডের অফিস সহকারী আবু হানিফ তাঁর

জোট সমর্থক

ভগ্নিপতি, পিয়ন রাকিব, রুহুল আমিন, বাদল মিয়া তাঁর নিকট আত্মীয়। স্বজনপ্রীতি ও ঘুষের মাধ্যমেই এসব নিয়োগ হয়েছে। একটি সূত্র বলেছে, অবসর সুবিধা বোর্ডের ২৮১ কোটি টাকা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে এফডিআর না করে ঘুষের বিনিময়ে তা ' ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশনে' রাখা হয়েছে। তিনি কাউকে তোয়াক্কা না করে কল্যাণ ট্রাস্ট বোর্ডে কোন সরকারী কর্মকর্তা নিয়োগ না দিয়ে তার নিকট আত্মীয় আবুল বাশারকে উপ পরিচালক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন এবং সহকারী পরিচালকসহ অন্যান্য পদেও অনিয়ম করে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। অভিযোগ পাওয়া গেছে, সেলিম ভূইয়া গংরা অবসর সুবিধা বোর্ড এবং কল্যাণ ট্রাস্টের টাকা ব্যক্তিগত এবং নিজেদের সাংগঠনিক কাজে ব্যয় করে থাকেন। উপরন্তু সাধারণ শিক্ষকদের টাকা তুলতে নানা হয়রানির শিকার হতে হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে ঘুষ ছাড়া টাকা পায় না সাধারণ শিক্ষক-কর্মচারীরা। কল্যাণ ট্রাস্ট প্রবিধান মালা ১৯৯৯-এর ৮ এর ধারায় বলা হয়েছে কোন শিক্ষক বা কর্মচারী চাকরি হতে অবসর গ্রহণ করলে যত বছর প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেছেন তত মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ (চাঁদা প্রদানের তারিখ হতে) এককালীন প্রাপ্য হবেন। অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ সদস্য সচিব থাককালীন সরকারপ্রদত্ত ৯০ ভাগ প্রারম্ভিক বেতন ও প্রতিষ্ঠানপ্রদত্ত দশভাগ বেতনসহ এক শ' ভাগ বেতন ধরে

দু'নেতা এখনও বহাল

এর সঙ্গে বার্ষিক প্রবৃদ্ধি যোগ করে মূল বেতন নির্ধারণ করে টাকা প্রদান করা হতো। কিন্তু অধ্যাপক শরিফুল ইসলাম থেকে শুরু করে বর্তমান অবধি দশভাগ বেতন হিসেবে না এনে ৯০ ভাগ ধরে টাকা দেয়া হচ্ছে। এ নিয়ে শিক্ষকদের মধ্যে ক্ষোভ বিরাজ করছে। বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্টের বর্তমান সদস্য সচিব মুগিস উদ্দিন মাহমুদ ওরিয়েন্টাল ব্যাংকের কেলেঙ্কারির সঙ্গেও জড়িত বলে জানা গেছে। তিনি ঐ ব্যাংকের একজন অংশীদার। কল্যাণ ট্রাস্ট বোর্ডেঅবসর প্রাপ্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের চেক প্রদান করে ঘুষ গ্রহণের অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। এখানে সরকারী কোন কর্মকর্তা না থাকায় ডিডি, এডি সহ অন্যান্য কর্মচারী যারা বিধিবহির্ভূত ভাবে নিয়োগ পেয়েছেন তাঁরাও এসব অনৈতিক কাজ করে যাচ্ছেন। শিক্ষকরা অভিযোগ করে বলেছেন, সেলিম ভূইয়া বিধিবহির্ভূতভাবে অধ্যক্ষ হন। এ মর্মে তার বিরুদ্ধে একটি মামলাও চলছে। শিক্ষকরা মোঃ সেলিম ভূইয়া এবং চৌধুরী মুগিস উদ্দিন মাহমুদকে অবসর বোর্ড এবং কল্যাণ ট্রাস্ট থেকে অব্যাহতি দেয়ার জন্য নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। প্রবীণ শিক্ষকনেতা ও জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্টের সমন্বয়কারী অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ এই দু'জনকে সরিয়ে নির্দলীয় ব্যক্তিকে নিয়োগ এবং অনিয়ম ও দুর্নীতির পূর্ণাঙ্গ তদন্ত দাবি করেন। বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির একাংশের সভাপতি মোঃ আবুল বাশার হাওলাদার ও মহাসচিব নজরুল ইসলাম রনিও একই দাবি জানান। তাঁরা এই দু'প্রতিষ্ঠানের অস্পষ্ট নীতিমালা সংশোধন করে সরকারী বিধি অনুযায়ী নতুন নীতিমালা তৈরি করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। এদিকে বাংলাদেশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্মচারী ফেডারেশনের সভাপতি শাহবুদ্দীন দেওয়ান, মহাসচিব মোঃ শফিকুল আলম ও যুগ্ম মহাসচিব মোঃ আবুল কালাম আজাদ এক বিবৃতিতে অবসর সুবিধা বোর্ডের নানা বিড়ম্বনার চিত্র তুলে ধরে তা সমাধানের দাবি জানান। তাঁরা বলেন, সরকারি নীতি অনুযায়ী একজন শিক্ষক/কর্মচারী নিয়ে দশ বছর চাকরিরত অবস্থায় থাকলে হিসাব অনুযায়ী অবসর সুবিধার অন্তর্ভুক্ত হবেন। কিন্তু হঠাৎ করে দেখা যাচ্ছে, যেসকল শিক্ষক-কর্মচারী ১০,১২,১৫ বছর চাকরি করে অন্যত্র চলে গেছেন, তাঁরা অবসর সুবিধা বোর্ডে আবেদন করলে তা নাকচ হয়ে যাচ্ছে। অথচ তাদের এককালীন ৪ ভাগ হারে চাঁদা কর্তন করে নেয়া আছে। সে টাকার কি হবে তাও বলা হচ্ছে না।